Sarva mangala mangalye Shive sarvartha sadhike
Sharanye Tryambake Gauri Narayani namostute

Shri Shri Durga Puja Fest 2022

Rhein-Main Bengali Cultural Association e.V.
Frankfurt am Main

Frankfurt, October 2022

Vorwort

Wir freuen uns, Sie zum 39. Durga-Puja Fest begrüßen zu dürfen und laden zu den täglichen Puja-Zeremonien und das kulturelle Programm sehr herzlich ein.

Ich nehme hiermit die Gelegenheit wahr, mich bei unseren Mitgliedern für ihre tatkräftige Unterstützung zu bedanken. Die Mitglieder unseres Vereins beteiligen sich nicht nur an der Durga Puja Zeremonie, sondern auch an anderen kulturellen Veranstaltungen wie Tagore-Geburtstag , Neujahrsfeiern, Laxmi- und Saraswati Puja. Dies war nur mit Hilfe aller Mitglieder unseres Vereins möglich. Wir sollten auch unsere Nicht -Mitglieder nicht vergessen, die sich ebenso freiwillig engagiert haben.
Wir bedanken uns auch beim Indischen Konsulat in Frankfurt am Main, das uns immer beigestanden hat.
Die Pandemie hat uns nicht erlaubt, Durga Puja oder andere Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren im vollen Maß zu feiern. Aus diesem Grund sind wir in diesem Jahr 2022 umso glücklicher mit
allen Beteiligten das Durga Puja Fest gemeinsam zu feiern.

Unser Durga-Puja Fest ist im Rhein Main Gebiet und darüber hinaus sehr bekannt und wir begrüßen in diesem Jahr 2022 zahlreiche neue Mitglieder. Der RMBCA e.V. hat auch seit diesem Jahr eine eigene Website.
Mein herzlichster Dank an die Personen, die diesen Klub gegründet haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, den Klub weiterzuführen. Wir hoffen, dass unsere Nachfolger dies fortsetzen werden.
An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinem Vorstand sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanken.
Ich wünsche Ihnen allen viel Freude und ein friedliches Durga Puja Fest 2022 !

Nandita Chanda

Nandita Chanda

भारत का प्रधान कोंसुल
फ्रैंकफर्ट

CONSUL GENERAL OF INDIA
FRANKFURT

MESSAGE

It is my pleasure to convey my greetings and best wishes to all the members of Rhein Main Bengali Cultural Association e. V. (RMBCA) in Frankfurt on the auspicious occasion of Durga Puja.

Durga Puja celebrations in Frankfurt organised by the Rhein Main Bengali Cultural Association e. V. (RMBCA) is an excellent opportunity for members of the Indian community as well as our German friends to not only participate in the festivities but also to discover the rich cultural heritage of Bengal. As we celebrate 75 years of India's independence, we pay our tribute to all the sons and daughters of Bengal who participated in the freedom struggle and recognise their contribution to various walks of life that made us proud as a country.

Such festivals inspire us to strive towards peace and harmony. May this festival further strengthen the bonds of friendship and bring blessings from Maa Durga for good health, prosperity and well-being to all.

My colleagues and families in the Consulate General of India, Frankfurt join me in conveying our best wishes for a successful celebration of this year's Durga Puja and wish all the participants good luck and all the very best in all their endeavours!

Jai Hind!

(Dr. Amit Telang)
Consul General

Dated: 31st August, 2022

Friedrich-Ebert-Anlage-26, 60325 Frankfurt am Main
Tel. : 00 49 69 153 00 512; Fax : 00 49 69 554 125; E-mail : cg.frankfurt@mea.gov.in

এখন সুখের হাতে দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

সেই যে ইচ্ছে আমাকে বিদ্বেষের হাতে সমর্পন করে চলে গেল
তার পর থেকে আর তার দেখা নেই।
বিদ্বেষের খপ্পর থেকে বেড়িয়ে এসেছি বহুদিন। দুঃখ
এসেছিল অনেকবার, আজও তার মুখে কয়েকদিনের
বাসি দাড়ি, যন্ত্রনায় অর্ধেকটা শাদা হয়ে গিয়েছে।
তার হাত দিয়ে ইচ্ছেকে বার্তা পাঠিয়েও কোনো লাভ হয়নি, বুঝেছি
তাকে বুড়ি ভাবায় সে আমার উপর বেজায় চটেছে।
সে তো মনের কথা পড়তে পারে।

খুশি যে খুশি সেও অন্তর্হিত। সর্ষেখেত, নীল আকাশ আর ওক গাছেদের দিকে তাকিয়ে
আমি তার আরাধনা করেছি, প্রাণপণ ডেকেছি প্রেমিকের মতো, তবুও আসেনি।
ভেবেছি তার সঙ্গে বোধহয় ইচ্ছের দহরম মহরম আছে।

চুলগুলো পেকে গেল, মনের দরজা বন্ধ হয়ে আসছে।
আমার জোব্বাটা খুলে যখন ভেবেছি আর ডাকবোনা
হটাৎ সে, তার গাঢ় নীল পোশাকে, সর্ষেখেত পেরিয়ে, হলুদ রেনু মেখে
আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল। বললাম, " এতদিনে এলে! বয়স থাকতে এলেনা কেন?"
সে বললো, "প্রেমিকের মতো ডেকেছো, প্রেমিক হয়ে ডাকোনি, তাই।"
"তবে এখন কেন এলে?"
সে হেসে বললো, " এখন প্রাজ্ঞ হয়েছ, তোমার ডাকার ভঙ্গি পাল্টেছে ,
আর না এসে থাকতে পারলামনা।"
পুব রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য উঠলো।

পুজোর স্মৃতি

শম্পা মন্ডল

ছোটবেলায় পূজো মানেই ছিল মামা বাড়ি যাওয়া। তখন পুজোর ছুটি পড়তো স্কুলে এক মাসের মত। সেই পুরো একমাস মামা বাড়িতে অন্যান্য তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে প্রচুর গল্পগুজব, হুটোপুটি, দুষ্টুমি করতে করতে কিভাবে যে কেটে যেত টেরই পেতাম না। এটা ভেবে দুঃখ হয় যে আমাদের ছেলে মেয়েরা এই পুজোর ছুটির মর্ম বুঝতে শিখবে না কোনদিন।

কিছু কিছু মজার জিনিস মনে পড়ছে। আমার মামা বাড়িতে একটা অদ্ভূত নিয়ম ছিল। পুজোর কটা দিন আমরা বইয়ের পাতা একদম ছুঁতাম না। দশমীর দিন সকালে স্নান করে বেলপাতার উপরে লাল কালি দিয়ে লিখতাম - "ওঁ শ্রী শ্রী দুর্গা মাতায়ে: নমো: নমো: " তিনটে বেলপাতার উপরে মোট নবার এই লাইনটা লিখতাম। তারপরে সেই পাতাগুলো পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিতাম। যেহেতু সব তুতো ভাইবোনেরা মিলেমিশে এই পুরো কাজটা করতাম তাই ব্যাপারটার মধ্যে খুব মজা ছিল।

একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। সেদিনটা ছিল মহাষ্টমী। আমরা ভাইবোনেরা এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে পুকুর পাড়ে গিয়ে হাজির। বর্ষার জলে পুকুর তখন পুরো টই টম্বুর। আমাদেরই বয়সী একটা ছেলে পাড়ে বসে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরছে। বেচারা অনেকক্ষণ বসে থেকেও একটাও মাছ পায়নি। আমরা ওর কাছে গিয়ে আবদার শুরু করলাম। আমাদেরকেও মাছ ধরতে দিতে হবে । সে বেচারা আর কি করে। আমাদের হাতে ওর প্রিয় বঁড়শিটি দিল। আর অদ্ভুতভাবে মাছ লাগতে শুরু করল। আমরা প্রত্যেকে একটা দুটো করে প্রায় দশ বারো খানা পুঁটি মাছ ধরেছিলাম। বাড়ি ফেরার সময় মনে হল - আজ তো মহাষ্টমী, মাছ নিয়ে বাড়িতে ঢুকলে, বকবে, অতএব ছেলেটাকে সব মাছ দিয়ে দিলাম। সে তো মহানন্দে বাড়ি চলে গেল।
আরেকটা দিনের কথা মনে পড়ছে সেদিনটাও ছিল মহাষ্টমী। আমার মামাবাড়ির গ্রাম আমাডোবা থেকে আমরা সবাই দল বেঁধে কাছেই খাতড়া শহরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি। ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখছি, ঠিক ষোলআনা দুর্গাপূজার সামনে এসে পৌঁছেছি, অমনি ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। আমরা সবাই এক দৌড়ে ঠাকুরদালানের সামনে সামিয়ানার নিচে। চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হতে শুরু করল। শেষে এমন অবস্থা আর তিলধারনের জায়গা নেই। এদিকে বৃষ্টি থামার নাম নেই। লোকজনদের মধ্যে একটু আধটু ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গেল। "এই যে আপনি আমার পা মাড়িয়ে দিলেন তো।" অন্যদিকে - "আরে ভাই একটু সোজা হয়ে দাঁড়ান না, এত ঠেলছেন কেন ?" যারা কাক ভেজা হয়ে সামিয়ানার নিচে এসেছিল, তারা ঠেলাঠেলি করে আরো কয়েকজনের নতুন জামা কাপড় ভিজিয়ে দিল। এদিকে পায়ের তলায় জল জমতে শুরু করেছে এবং আস্তে আস্তে সবার পায়ের পাতা ডুবে গেল। চারদিকে তখন শুধু হা হুতাস! ! "ইস এত দাম দিয়ে এত সুন্দর জুতো জোড়া কিনলাম।" অন্যদিকে- " আহারে, আমার এত সাধের চামড়ার জুতো জোড়া! আর কি ভালো থাকবে?" আমি তখন মনে মনে হাসতে শুরু করেছি । সেই বছর কোন কারনে আমার পুজোতে নতুন জুতো হয়নি। কাজেই জুতো নষ্ট হলো কিনা সেই নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। উল্টে আমি বেশ খুশি হচ্ছিলাম এই ভেবে যে অন্যদের মত আমার নতুন জুতো নষ্ট হলো না।

পুজোর গল্প তো বলে শেষ হবার নয়। কিন্তু আজ এখানেই থামছি, সামনের পুজোতে আবার হাজির হব নতুন কোন গল্প নিয়ে। ততদিন সকলে খুব ভালো থাকবেন আর এ বছরের পূজো সকলের খুব আনন্দে কাটুক।

প্রথম শাড়ি।

কাকলি চক্রবর্ত্তী।

মনটা টগবগিয়ে ছুটছে। আজ রোববার স্কুল ছুটি। মা এক সপ্তাহ আগে থেকে বলে রেখেছে আজ পূজোর বাজার করতে সঙ্গে নিয়ে যাবে।
ক্লাস নাইন হয়েছে এবার। পড়াশোনার চাপটা একটু বেশিই যেন। মা বলেছে দিনে এক ঘন্টা পড়তে বসলেই মণ্ডপে সারাদিন থাকতে দেবে। একবছর অপেক্ষা করতে হয় অধীর আগ্রহে পূজোর এই ৫টা দিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর হইচই করার জন্যে। আমাদের পুরো পাড়াটা তখন যেন এক একান্নবর্তী পরিবার। যাক্ একটা মাত্র তো ঘ্ন্টা, ও ঠিক ম্যনেজ করে নেব।

কাল মহালয়া। সাতসকালে উঠে বন্ধুরা মিলে ফুল তুলতে যাব। পাড়ার সব বাগান, নিজেদের বাগান কোনটাই বাদ পড়বেনা। তারপর সেই ফুলের মালা গাঁথবো। সব থেকে ভালো লাগে আম্যা শিউলি ফুলের মালা গাঁথতে। একটা একটা করে মাটি থেকে ফুল তুলে সাজিতে রাখতে রাখতেই হাতের তালু কি সুন্দর কমলা রঙের হয়ে যায়! সেদিন ঠাকুরকে মালা পরানো, সিংহাসন সাজানো আমার কাজ।

তারপর থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো ষষ্ঠীর দিনের জন্য। দুবেলা দুটো করে ড্রেস পরতেওতো হবে! মনে আবার খুশির অনুরণন! আচ্ছা, সব অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় কি?

এখনো পর্যন্ত চারটে ড্রেস হয়েছে। পিসিমনির দেওয়া লহেঙ্গাটা সব থেকে সুন্দর। আরো কিছু আসবে এখনো। উইকেন্ডগুলোতে হয় কেউ আসছে, নয়তো মা যাচ্ছে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি পূজোর উপহার পৌঁছে দিতে।

গত রোববার মা যখন মামার বাড়িতে গেল আর বাবা খেলা দেখায় ব্যস্ত, তখন আমি চুপিচুপি আলমারি খুলে তাক থেকে সবকটা নতুন কাপড়ের প্যাকেট খুলেছিলাম। কিন্তু মন ভরলো না শুধু দেখে।
আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে এক এক করে সবগুলো গায়ে পড়ে দেখেছিলাম। আয়নাতে নিজেকে জরিপ করতে করতে অস্থিরতা জেগে উঠেছিল। তর সই ছিলনা মিতালি, সায়ন্তনি,
পারমিতাকে দেখানোর জন্যে। এবার পারমিতার মামাতো ভাইবোনেরা সিঙ্গাপুর থেকে আসবে শুনেছি। আমারও মামাতো দিদি আসবে। দারুন মজা।

নয়নতারা! তৈরী হলি?
এই রে! কতক্ষণ ধরে এই ভাবনার সাগরে ডুব দিয়েছিলাম! খেয়ালই নেই। যাই, তাড়াতাড়ি রেডি হয়েনি। নয়তো মার বকুনি খাব নির্ঘাত।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে নিউমার্কেটের উদ্দেশ্যে। আজ বাবাও আছে সঙ্গে। বাবা থাকলে খুব মজা। মার শাসনের থেকে ছুটি। মা বাইরে বেরোলে যেন আরো বেশি শাসন করে। সারাক্ষণ আমাকে নিয়ে উৎকণ্ঠা। উফ্, কতদিনে যে বড় হবো!
রাস্তায় বড্ড জ্যাম। সবাই হয়তো পুজোর শেষ দিকের কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে।
আমার দুপ্রস্থ জামা কাপড় কেনা হলো। মা নিজের জন্য দুটো জামদানি শাড়ি আর একটা বালুচরী শাড়ি নিল। বালুচরী শাড়ি গুলোতে কি সুন্দর মাইথোলজিক্যাল কাজ! মার শাড়ী টাতে বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপর নরম মুগা সুতোর বুননে রামায়নের উপর গল্প গাঁথা।
মার আর আমার সহসা চোখ পরল একটা কালো শাড়ির ওপর। ঝলমল করছে শাড়িটা। দোকানদার

কাকু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, দিদি এটা একটা মাস্টার পিস। আমাদের সব থেকে অভিজ্ঞ তাঁতির তৈরি সোনালী সুতোয় বোনা স্বর্ণচরী। সত্যি চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। মা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, এটা আমি আমার মেয়ের জন্য কিনব।

উফ, আমার নিজস্ব শাড়ি হবে!!! আমার তো এখন মাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, মা আই লাভ ইউ!
এতদিন মা তার নিজের শাড়ি আমাকে পরিয়ে দিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এটা আমার প্রথম শাড়ি হবে ! মা বলতো বড় হলে নিজস্ব শাড়ি কিনে দেবে। তাহলে কি আমি বড় হয়ে গেছি! কি আনন্দ!

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নেমেছে। আর্সেনাল থেকে বিরিয়ানি খেয়ে একরাশ খুশি নিয়ে ট্যাক্সিতে বসলাম বাড়ি ফেরার জন্যে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাইরে জনঅরণ্যের ক্যানভাসে স্বর্ণচরী পড়া নিজেকে একমনে এঁকে চলেছি মনের তুলি দিয়ে। কিছুক্ষণ পর মা-বাবাকে বলে উঠল আচ্ছা, তোমার হয়েছেটা কি বলতো? সেই দোকান থেকে বেরোনোর পর থেকে কোন কথা নেই। বড্ড অন্যমনস্ক। ব্যাপার কি? বাবা কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিল না। তারপরে কি রকম যেন সুদূর পার থেকে অভিমান মাখানো গলায় বলে উঠল...
'আঁখি, তুমি আমার ছোট্ট মেয়েটাকে শাড়ি কিনে দিয়ে বড় করে দিলে আজ। আজকের আগে আমি কখনো ভাবি নি যে, আর কয়েক বছর বাদে হয়তো বাইরে পড়তে কিংবা বিয়ে হয়ে দূরে চলে যাবে আমার নয়নতারা। সেই মুহূর্তে আমার শাড়ি পড়ে বড় হওয়ার আনন্দটা যেন কিরকম চুপসে গেল।বড় কষ্টের বলে মনে হতে লাগলো বড় হওয়াটা।

আজ অষ্টমী। শাড়িটা পড়েছি। মা সুন্দর করে পনিটেল বানিয়ে দিয়েছে। এমনকি মার লাল লিপস্টিকটাও লাগিয়ে দিয়েছে।
আমি মন্ডপে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছি। শাড়ি নিয়ে আমার বন্ধুরা খুব এক্সাইটেড! ওরা আমার শাড়ির জড়িতে বোনা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে কতবার যে উল্টেপাল্টে দেখছে! আমার স্পেশাল পজেশন দেখে ওরাও খুব খুশি।মা-বাবাও দূরে বসে পাড়ার কাকু কাকিমাদের সঙ্গে গল্প করছে। মা মাঝে মাঝে দেখছি মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। কেন যে সারাক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখে! বুঝিনা বাবা!

হঠাৎই জোরে জোরে উত্তরে হাওয়া বইতে লাগলো। কি যে মনে হলো! চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে হাত দুটো মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

স্বর্ণচরী র আঁচলটা পত্ পত্ করে পাখির ডানার মতন উড়ে আমাকে নিয়ে যেন চলতে লাগলো কোন এক আনন্দের অচিনপুরের উদ্দেশ্যে। দূর থেকে কানে ভেসে আসতে লাগলো মাইকে বাজানো রবি ঠাকুরের সেই গান...

মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে, অকারণ হরষে...

আনন্দ-আগমনী

-রমা পাহাড়ী সুদ

দুপুর বেলা রোদ্দুর এসে পড়ে
কাঁটা গাছের ফুলের ওপর
একটা কালো ভ্রমর
গুনগুন করে উড়ে বেড়ায়

বাতাস শনশন বইতে থাকে
বিদ্যুতের আলো চমকায়
ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি
জলে জলময় হয় চারদিক

কবে আসবে মাথার উপরে
নীলাম্বরী আকাশ ?

ঠিক সামনে হোমের আগুন
চারিদিকে ধান-দূর্বা, শাঁখ-ঘন্টা,
ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো,
ঘি-মধু, দুধ-দই ...

আনন্দ.. সোনা ঝরা আলোয়
নাচের তালে তালে
বাঁশির তানে, পাখির গানে
ঘরে ঘরে ছেলে মেয়েরা
ঝুমঝুম বাদ্যি বাজিয়ে
মধু মঙ্গল গান গাইছে
আনন্দ- পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরছে

আকাশে সাদা মেঘের ভেলা
হাওয়া কাশফুলে দেয় দোলা
শরৎ ডাক দেয় শিউলি কে
সংবাদ নিয়ে আসে আগমনীর

Drawing by Soha Mandal - 5 years old

Drawing by Sobhika Sengupta – 9 years old

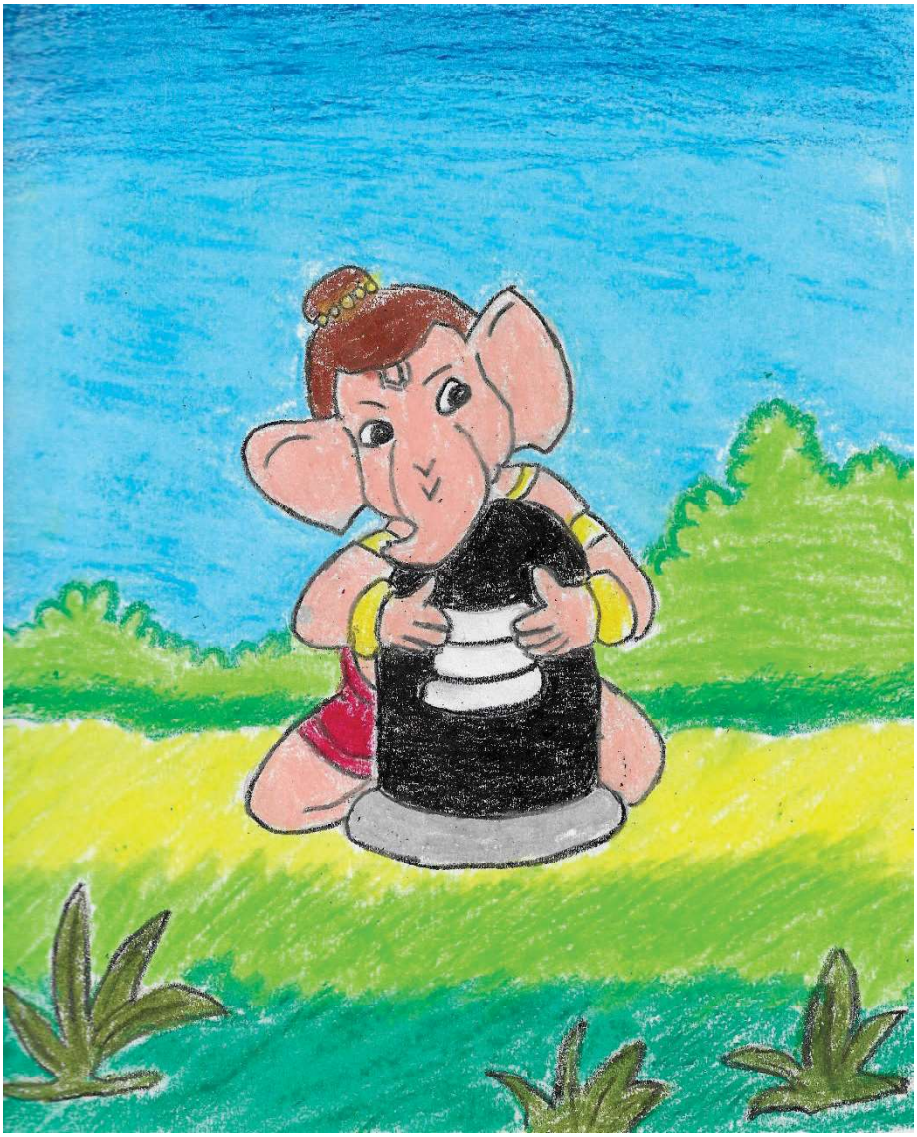

Drawings by Rohan Saha (Bittu) - 9 years old

Drawings by Ehsan Adak - 11 years old

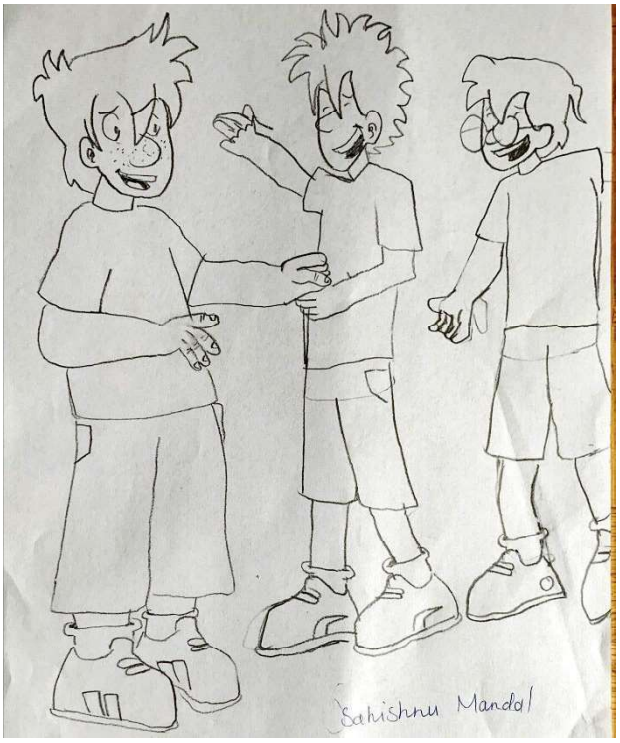

Drawing by Sahishnu Mandal - 10 years old

Programm des Durgapujafestes 2022

Saalbau Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am Main

Durga Puja Tag 1

18 Uhr : Begrüßung. Frau Nandita Chanda, Präsident
Mangalacharan: Hymnen für Göttin Durga
Puja(Anbetung): Kalparambha, Akalbodhan, Amantran u. Adhivas

Maha Shashthi
01.Oktober
Samstag

Durga Puja Tag 2

11 Uhr : Puja (Anbetung), Arati uzw.
13 Uhr : Anjali (Anbetung mit Blumenopfer)
18 Uhr : Sandhyarati(abendliche Weihrauchzeremonie)
Grüßwort: Herr Dr. Amit Telang, Hon. Indischer Generalconsul, Frankfurt am Main,
19 Uhr : Kulturelles Programmm

Maha Saptami
02. Oktober
Sonntag

Durga Puja Tag 3

11 Uhr : Puja (Anbetung), Arati uzw.
13 Uhr : Anjali (Anbetung mit Blumenopfer)
18 Uhr : Sandhipuja und Sandhyarati(abendliche Weihrauchzeremonie)
19 Uhr: Kulturelles Programm

Maha Ashtami
03. Oktober
Montag

Durga Puja Tag 4

11 Uhr : Puja (Anbetung), Arati uzw.
13 Uhr : Anjali (Anbetung mit Blumenopfer)
18 Uhr : Sandhyarati(abendliche Weihrauchzeremonie)
19 Uhr : Kulturelles Programm

Maha Nabami
04. Oktober
Dienstag

Durga Puja Tag 5

16 Uhr : Dasamipuja (Abschiedsgebet), Sindoor khela (Farbenspiel), Shanti jal (Weihwasser)
19 Uhr : Kulturelles Programm

Maha Dasami
05. Oktober
Mittwoch

Die gesamte Leitung des Pujas: Shree Bijoy Chakraborty

শ্রীশ্রী ৺ দুর্গাপূজা ১৪২৯ বঙ্গাব্দের সময় ও নির্ঘন্ট অনুষ্ঠানসূচী

স্থানঃ সালবাউ গালুস, ফ্রানকেনআলী ১১১, ফ্রাঙ্কফুর্ট ৬০৩২৬ / মাইন।

দুর্গাপূজা দিবস ১

সন্ধ্যা ৬ ঘ: স্বাগতসম্ভাষণ-শ্রীমতি নন্দিতা চন্দ (সভাপতি)
মঙ্গলাচরণ- দেবীর আবাহন ও স্তুতিমন্ত্র-পাঠ।
ষষ্ঠী পূজারম্ভ- কল্পারম্ভ, অকালবোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

মহাষষ্ঠী
রবিবার
১ অক্টোবর

দুর্গাপূজা দিবস ২

১১ ঘ: পূজা আরতি।
১৩ ঘ: পুষ্পাঞ্জলি।
১৮ ঘ: সন্ধ্যারতি।
স্বাগতসম্ভাষণ- শ্রী ডঃ অমিত তেলাং, ভারতবর্ষের মাননীয় মহাদূত
১৯ ঘ: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহাসপ্তমী
রবিবার
২ অক্টোবর

দুর্গাপূজা দিবস ৩

১১ ঘ: পূজা আরতি।
১৩ ঘ: পুষ্পাঞ্জলি।
১৮ ঘ: সন্ধ্যা পূজা ও সন্ধ্যারতি।
১৯ ঘ: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহাষ্টমী
সোমবার
৩ অক্টোবর

দুর্গাপূজা দিবস ৪

১১ ঘ: পূজা আরতি।
১৩ ঘ: পুষ্পাঞ্জলি।
১৮ ঘ: সন্ধ্যারতি।
১৯ ঘ: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহানবমী
মঙ্গলবার
৪ অক্টোবর

দুর্গাপূজা দিবস ৫

১৬ ঘ: দশমী পূজা, বরণ ও বিসর্জন, অপরাজিতা পূজা সিন্দুর খেলা ও শান্তিজল।
১৯ ঘ: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিজয়া দশমী
বুধবার
৫ অক্টোবর

সমগ্র পূজা-পর্বের প্রধান পৌরহিত্যে: শ্রী বিজয় চক্রবর্ত্তী।

Glimpses of Durga Puja celebration 2021

Glimpses of Durga Puja celebration in 2021

In Gedenken

Wir möchten an unser Vereinsmitglied Frau Surekha Biswas gedenken, der am 21.06.2022 verstorben ist. Frau Surekha Biswas war ein langjähriges Mitglied in unseren Verein. Ihr unermüdliches Engagement in Durga Puja und anderen kulturellen Veranstaltungen bleiben unvergessen.

Sie wird immer in unseren Erinnerungen Bestand haben
Rhein Main Bengali Cultural Association e.V.

Ohne Gewähr (Disclaimer): Die Rhein Main Bengali Cultural Association e.V. hat die eingesandten Artikel nach bestem Wissen und Gewissen reproduziert. Für die Authentizität und Originalität des Inhalts sind die jeweiligen Autoren verantwortlich.

Haftungsausschluss: Sämtliche Inhalte und Grafiken dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt. Weitergabe, Kopien oder Veröffentlichung der Inhalte auf anderen Medien ist nur mit schriftlicher genehmigung des Autors gestattet. Bei Missbrauch wird der Autor ohne Vorankündigung rechtliche Schritte einleiten.

দায় অস্বীকার : রাইন মাইন বেঙ্গলী কালচারাল এসোসিয়েশন ই ভি এই রচনাগুলি সরল বিশ্বাসে প্রকাশ করিয়াছে। এই রচনাগুলির মৌলিকত্ব এবং স্বকীয়তার দায়বদ্ধ তা সকল রচয়িতার।

কপিরাইট: এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিষয়বস্তু এবং অলংকরণ কপিরাইট দ্বারা সুরক্ষিত। বিষয়বস্তুর প্রকাশ , বা অনুকরণে লেখকের লিখিত অনুমতির প্রয়োজন। অন্যথায় লেখক নোটিশ ছাড়াই আইনি পদক্ষেপ নিতে পারেন।

Der Vorstand der Rhein Main Bengali Cultural Association e.V.

Name + Anschrift/Address		**Role**
Frau Nandita Chanda Max-Planck Straße 14B 61381 Friedrichdorf Tel. 06172-71282		Vorsizenderin/President
Herr Koushik Bhattacharjee Eugen-Kaufmann-Str. 2a 60438 Frankfurt am Main Tel. +49 176 84450320		Stellv. Vorsitzender / Vice-President
Dr. Nirupam Purkayastha Zur Zuckerfabrik 4, 61169 Friedberg Ph No. +49 152 01319678	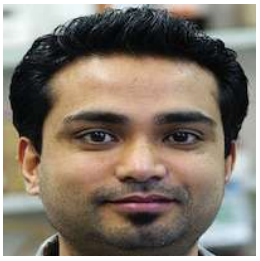	Geschäftsführer / General Secretary
Frau Tapashi Roy Gelastraße 78 60388 Frankfurt am Main Ph No. +49 174 8899455		Kultursekretärin / Cultural Secretary
Herr Pinaki Ray Kälberstückweg 12,61350 Bad Homburg Ph. No +49 162 4471048		Kassenwart/Treasurer

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Bekannten ein frohes DurgaPuja-Fest 2022.

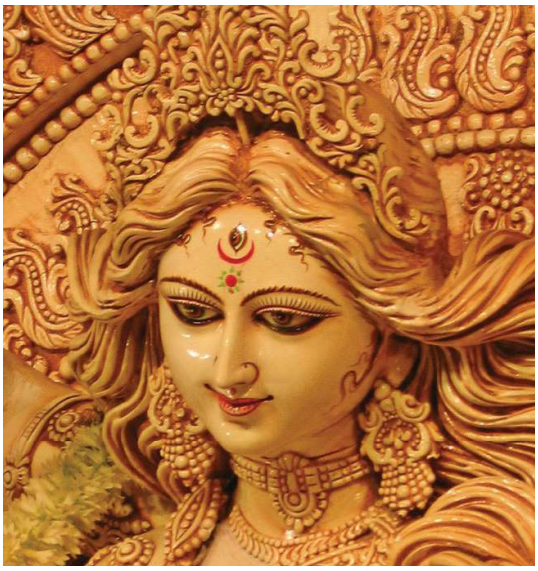

Rhein Main Bengali Cultural Association e.V
Postfach 700836
60594 Frankfurt am Main
Email: rmbca.ffm@gmail.com
Website : https://www.frankfurtpuja.org/

Bankverbindung/Spendenkonto :
Postgiroamt Frankfurt am Main,
Konto Nr. : 70592604, BLZ: 50010060
IBAN DE65 5001 0060 0070 5926 04

Danksagung für Mitwirkung an:
Durgapuja Fest Broschüre 2022
Titelbildzeichnung : Herr Dr. Nirupam Purkayastha.
Bilder Beitrag: Herr Ritambar Chakraborty und Herr Dr. Nirupam Purkayastha
Layout, Design und Gestaltung: Herr Dr. Nirupam Purkayastha und Herr Koushik Bhattacharjee und alle anderen, die für die Broschüre beigetragen haben.

RMBCA Website : Herr Sandeep Chowdhury, Herr Pinaki Ray und Herr Dr. Nirupam Purkayastha

Wir bedanken uns ganz herzlich im Namen unserer Mitglieder und des Vorstandes für die ausgewöhnliche Unterstützung und Förderung durch Spenden, bzw. Anzeigen für unseren RMBCA e. V., bei den ***Consulate General Of India*** und alle anderen Sponsoren sowie unsere Mitglieder, die es uns ermöglicht unser großes Durga Puja Fest zu feiern.
Ein besonderen Dank geht an Herr Bimal Roy, der uns jeder Hinsicht unterstützt.